রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুলাই ২২, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২২ জুলাই, ২০১৩/০৭ শ্রাবণ, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২২ জুলাই, ২০১৩ (০৭ শ্রাবণ, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১৩ সনের ৩০ নং আইন

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের নং ৪২ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৩০.০০

২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন**।—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (৪) এর—

(ক) দফা (ছ) এ উল্লিখিত "শিক্ষা" শব্দটির পূর্বে "মুনাফা বা লাভের জন্য পরিচালিত নহে এমন" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) দফা (জ) এ উল্লিখিত "মেস" শব্দটির পর ", হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার" চিহ্ন ও শব্দগুলি সংযোজিত হইবে;

(গ) দফা (ঢ) এ উল্লিখিত "দশ" শব্দটির পরিবর্তে "পাঁচ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২ এর—

(ক) দফা (৮) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৮ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(৮ক) "কৃষি শ্রমিক" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি দৈনিক, মাসিক অথবা বাৎসরিক চুক্তির ভিত্তিতে অথবা নির্দিষ্ট কোন কাজ সম্পাদনের চুক্তিতে মজুরীর বিনিময়ে কৃষি কাজে নিযুক্ত থাকেন;";

(খ) দফা (৯) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৯ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(৯ক) "খোরাকী ভাতা" অর্থ মূল মজুরী, মহার্ঘ ভাতা এবং এডহক বা অন্তর্বর্তী মজুরী, যদি থাকে, এর অর্ধেক;";

(গ) দফা (১০) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (১০) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(১০) "গ্র্যাচুইটি" অর্থ কোন শ্রমিকের প্রতি পূর্ণ বৎসর চাকুরী অথবা ছয় মাসের অতিরিক্ত সময়ের চাকুরীর জন্য তাহার সর্বশেষ প্রাপ্ত মজুরী হারে ন্যূনতম ৩০ দিনের মজুরী অথবা ১০ বৎসরের অধিককাল চাকুরীর ক্ষেত্রে তাহার সর্বশেষ প্রাপ্ত মজুরী হারে ৪৫ দিনের মজুরী যাহা উক্ত শ্রমিককে তাহার চাকুরীর অবসানে প্রদেয়, ইহা এই আইনের অধীনে শ্রমিকের বিভিন্নভাবে চাকুরীর অবসানজনিত কারণে মালিক কর্তৃক প্রদেয় ক্ষতিপূরণ বা নোটিশের পরিবর্তে প্রদেয় মজুরী বা ভাতার অতিরিক্ত হইবে;";

(ঘ) দফা (৩১) এ উল্লিখিত "বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান" শব্দদ্বয়ের পর "পরিবহন," শব্দ ও চিহ্ন সন্নিবেশিত হইবে;

(ঙ) দফা (৩৫) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৩৫ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(৩৫ক) "প্রাথমিক চিকিৎসায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক কোর্সে ন্যূনতম ছয় মাসের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত;";

(চ) দফা (৪০) এ উল্লিখিত "দশজন" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচজন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ছ) দফা (৪২) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৪২ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(৪২ক) "বিশেষজ্ঞ" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালিক কিংবা শ্রমিক নহেন, তবে সংশ্লিষ্ট সেক্টরের মালিক অথবা ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কিংবা যাহার শ্রম, শিল্প ও কর্মস্থলে নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা রহিয়াছে;"।

(জ) দফা (৪৩) এ উল্লিখিত "বিধানের খেলাপ" শব্দগুলির পরিবর্তে "বিধান লংঘন করিয়া" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঝ) দফা (৪৪) এ উল্লিখিত "বিধানের খেলাপ" শব্দগুলির পরিবর্তে "বিধান লংঘন করিয়া" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঞ) দফা (৪৭) এর "এবং" শব্দের পরিবর্তে কমা প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর "পরিদর্শক" শব্দের পর "এবং সহকারী পরিদর্শক" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ট) দফা (৪৮) এ উল্লিখিত "এবং" শব্দের পরিবর্তে কমা, প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর "সহকারী শ্রম পরিচালক" শব্দের পর "এবং 'শ্রম কর্মকর্তা" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঠ) দফা (৫২) এ প্রথমোল্লিখিত "প্রতিনিধি" শব্দটির পর "(CBA)" বন্ধনীগুলি ও বর্ণগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ড) দফা (৫৭) এ উল্লিখিত "চাকুরীতে নিয়োজিত রাখিতে অস্বীকৃতি" শব্দগুলির পরিবর্তে "কাজ করিতে দিতে অস্বীকৃতি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঢ) দফা (৬১) এর উপ-দফা (ঝ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কমা প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নবর্ণিত উপ-দফাসমূহ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(ঞ) জাহাজ নির্মাণ,

(ট) জাহাজ পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ (রিসাইক্লিং),

(ঠ) ওয়েল্ডিং,

(ড) নিরাপত্তা কর্মী সরবরাহ করিবার জন্য আউটসোর্সিং কোম্পানী অথবা কোন ঠিকাদার বা উপ-ঠিকাদারের প্রতিষ্ঠান,

(ঢ) বন্দর: বন্দর বলিতে সকল সমুদ্র বন্দর, নৌ বন্দর ও স্থল বন্দর বুঝাইবে,

(ণ) মোবাইল অপারেটর কোম্পানী, মোবাইল নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী কোম্পানী ও ল্যান্ড ফোন অপারেটর কোম্পানী,

(ত) বেসরকারি রেডিও, টিভি চ্যানেল ও কেবল অপারেটর,

(থ) রিয়েল এস্টেট কোম্পানী, কুরিয়ার সার্ভিস ও বীমা কোম্পানী,

(দ) সার ও সিমেন্ট প্রস্তুতকারী কোম্পানী,

(ধ) মুনাফা বা লাভের জন্য পরিচালিত ক্লিনিক বা হাসপাতাল;

(ন) ধানকল বা চাতাল;

(প) করাতকল;

(ফ) মাছ ধরা ট্রলার;

(ব) মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প;

(ভ) সমুদ্রবাহী জাহাজ।";

(ণ) দফা (৬৫) এ উল্লিখিত "ঠিকাদারের" শব্দটির পরিবর্তে "ঠিকাদার, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এর" শব্দগুলি ও কমা এবং চতুর্থ পংক্তিতে উল্লিখিত "প্রশাসনিক" শব্দটির পর ",তদারকি কর্মকর্তা" কমা ও শব্দগুলি, "শব্দগুলি, কমা ও চিহ্নগুলি" সন্নিবেশিত হইবে।

৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা :—

"আরও শর্ত থাকে যে, এই আইন যে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় সে সকল প্রতিষ্ঠান এই আইনে প্রদত্ত কোন সুযোগ-সুবিধার চাইতে কম সুযোগ সুবিধা দিয়া কোন নীতি, বিধি-বিধান, হাউজ পলিসি করিতে পারিবে না।";

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "ছয় মাসের" শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে "নব্বই দিনের" শব্দদ্বয় প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "এবং" শব্দের পর "সরকার উক্ত আপীল প্রাপ্তির ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে উহা নিস্পত্তি করিবে এবং" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩ক এর সন্নিবেশ**।—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"**৩ক। ঠিকাদার সংস্থা রেজিস্ট্রেশন**।—(১) অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহাই কিছু থাকুক না কেন, কোন ঠিকাদার সংস্থা, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, যাহা বিভিন্ন সংস্থায় চুক্তিতে বিভিন্ন পদে কর্মী সরবরাহ করিয়া থাকে সরকারের নিকট হইতে রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত এইরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(২) এই আইনের অধীন এতদুদ্দেশ্যে বিধি প্রণীত হইবার ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে দেশে বিদ্যমান সকল ঠিকাদার সংস্থা সরকারের নিকট হইতে রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৩) ঠিকাদার সংস্থা দ্বারা সরবরাহকৃত শ্রমিকগণ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের শ্রমিক হিসাবে গণ্য হইবেন এবং তাহারা শ্রম আইনের আওতাভুক্ত থাকিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন রেজিস্ট্রেশন প্রদানের পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্মী বলিতে "শ্রমিক" সহ নিরাপত্তাকর্মী, গাড়ীচালক ইত্যাদিকে বুঝাইবে।"।

৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) ও (চ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ), (চ) ও (ছ) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(ঙ) শিক্ষানবিস;

(চ) স্থায়ী; ও

(ছ) মৌসুমী শ্রমিক।";

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৪) কোন শ্রমিককে সাময়িক বলা হইবে যদি কোন প্রতিষ্ঠানে সাময়িক ধরনের কাজে সাময়িকভাবে তাহাকে নিয়োগ করা হয়;";

(গ) উপ-ধারা (৮) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা :—

"আরও শর্ত থাকে যে, শিক্ষানবিসকাল শেষে বা তিন মাস মেয়াদ বৃদ্ধি শেষে কনফরমেশন লেটার দেওয়া না হইলেও উপ-ধারা (৭) এর বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শ্রমিক স্থায়ী বলিয়া গণ্য হইবে।";

(ঘ) উপ-দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ উপ-দফা (১১) ও (১২) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(১১) কোন শ্রমিককে মৌসুমী শ্রমিক বলা হইবে যদি কোন প্রতিষ্ঠানে মৌসুমকালে কোন শ্রমিককে মৌসুমী কাজে নিয়োগ করা হয় এবং মৌসুম চলাকালীন পর্যন্ত কর্মরত থাকেন।

(১২) চিনি কল, চাতাল প্রভৃতি শিল্প এবং মৌসুমী কারখানায় শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বৎসরে নিয়োগকৃত শ্রমিকদের অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।"।

৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (২) এর—

(ক) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(কক) শ্রমিকের পিতা ও মাতার নাম;";

(খ) দফা (গ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (গগ), (গগগ) ও (গগগগ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(গগ) পদবী;

(গগগ) বিভাগ বা শাখা;

(গগগগ) টিকিট বা কার্ড;";

৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত "যথেষ্ট আগে ইহার জন্য" শব্দগুলির পরিবর্তে "যুক্তি সংগত সময় পূর্বে রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে লিখিতভাবে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা :—

"তবে শর্ত থাকে যে, অন্য কোনভাবে মাষ্টার রোল সংরক্ষণ বা মাষ্টার রোলে কোন শ্রমিক নিয়োগ করা যাইবে না।"।

১০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৯ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"১৯। **মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ।**—যদি কোন শ্রমিক কোন মালিকের অধীন অবিচ্ছিন্নভাবে অন্ততঃ ০২ (দুই) বৎসরের অধিককাল চাকুরীরত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন, তাহা হইলে মালিক মৃত শ্রমিকের কোন মনোনীত ব্যক্তি বা মনোনীত ব্যক্তির অবর্তমানে তাহার কোন পোষ্যকে তাহার প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর বা উহার ০৬ (ছয়) মাসের অধিক সময় চাকুরীর জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৩০ (ত্রিশ) দিনের এবং প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় অথবা কর্মকালীন দুর্ঘটনার কারণে পরবর্তীতে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মজুরী অথবা গ্র্যাচুইটি, যাহা অধিক হইবে, প্রদান করিবেন, এবং এই অর্থ মৃত শ্রমিক চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলে যে অবসর জনিত সুবিধা প্রাপ্ত হইতেন, তাহার অতিরিক্ত হিসাবে প্রদেয় হইবে।"।

১১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৩) উপ-ধারা (২) (ক) এর অধীন অপসারিত কোন শ্রমিককে, যদি তাহার অবিচ্ছিন্ন চাকুরীর মেয়াদ অন্যূন এক বৎসর হয়, মালিক ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রত্যেক সম্পূর্ণ চাকুরী বৎসরের জন্য ১৫ দিনের মজুরী প্রদান করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শ্রমিককে উপ-ধারা (৪) (খ) ও (ছ) এর অধীন অসদাচরণের জন্য বরখাস্ত করা হইলে তিনি কোন ক্ষতিপূরণ পাইবেন না। তবে এইরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক তাহার অন্যান্য আইনানুগ পাওনাদি যথা নিয়মে পাইবেন।"

(খ) উপ-ধারা (৪) এর—

(অ) দফা (খ) এ উল্লিখিত "চুরি," শব্দ ও কমার পর "আত্মসাৎ," শব্দ ও কমাটি সন্নিবেশিত হইবে;

(আ) দফা (ছ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ছ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ছ) প্রতিষ্ঠানে উচ্ছৃংখলতা, দাংগা-হাংগামা, অগ্নিসংযোগ বা ভাংচুর;"।

১২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ঘ) মালিক ও শ্রমিকের সম-সংখ্যক প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্তের পর তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় :

তবে শর্ত থাকে যে,উক্ত তদন্ত ষাট দিনের মধ্যে শেষ করিতে হইবে;":

(খ) উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ সাময়িক বরখাস্তকালে মালিক তাহাকে খোরাকী ভাতা প্রদান করিবেন এবং তিনি অন্যান্য ভাতা পূর্ণহারে প্রাপ্য হইবেন।";

(গ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "সাহায্য" শব্দটির পরিবর্তে "সহায়তা" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (১০) এ উল্লিখিত "গুরুত্ব" শব্দটির পরিবর্তে "গুরুত্ব, চাকুরীকালীন কৃতিত্ব ও অবদান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৭ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(৩ক) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন শ্রমিক বিনা নোটিশে অথবা বিনা অনুমতিতে ১০ দিনের অধিক কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকিলে মালিক উক্ত শ্রমিককে ১০ দিনের সময় প্রদান করিয়া এই সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করিতে এবং চাকুরীতে পুনরায় যোগদানের জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত শ্রমিক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান বা চাকুরীতে যোগদান না করিলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আরো ৭ দিন সময় প্রদান করিবেন। তাহাতেও যদি সংশ্লিষ্ট শ্রমিক চাকুরীতে যোগদান অথবা আত্মপক্ষ সমর্থন না করেন তবে, উক্ত শ্রমিক অনুপস্থিতির দিন হইতে চাকুরী হইতে অব্যহতি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।"।

১৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৮ক এর সন্নিবেশ**।—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২৮ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"২৮ক। **নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত বিপর্যয় বা ক্ষতির কারণে মালিক শ্রমিক সম্পর্ক**।—এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা মানুষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত বিপর্যয় বা জরুরী প্রয়োজনে কোন শিল্প স্থানান্তর বা কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধ হইলে সেই ক্ষেত্রে মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক, সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নির্ধারণ করিতে পারিবে।"।

১৫। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (২) এর শেষাংশে উল্লিখিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অত:পর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা :—

"তবে শর্ত থাকে যে, শ্রমিকের সকল পাওনা পরিশোধ না করিয়া কোন শ্রমিককে বাসস্থান হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না।"।

১৬। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "পেশ" শব্দটির পরিবর্তে "প্রেরণ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "পনের" শব্দটির পরিবর্তে "ত্রিশ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৭। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩৬ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৩৬। **বয়স সম্পর্কে বিরোধ।**—যদি কোন ব্যক্তি শিশু নাকি কিশোর এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির জন্ম নিবন্ধন সনদ, স্কুল সার্টিফিকেট বা রেজিস্ট্রার্ড চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত ব্যক্তির বয়স সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে উহা নিষ্পত্তি হইবে।"।

১৮। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩৯ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৩৯। **ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা ঘোষণা ও কতিপয় কাজে কিশোর নিয়োগে বাধা**—(১) সরকার সময় সময়ে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা ঘোষণা করিবে।

(২) সরকার কর্তৃক ঘোষিত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কোন কিশোরকে নিয়োগ করা যাইবে না।

(৩) কোন প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি চালু অবস্থায় উহা পরিষ্কারের জন্য, উহাতে তেল প্রদানের জন্য বা উহাকে সুবিন্যস্ত করার জন্য বা উক্ত চালু যন্ত্রপাতির ঘূর্ণায়মান অংশগুলির মাঝখানে অথবা স্থির এবং ঘূর্ণায়মান অংশগুলির মাঝখানে কোন কিশোরকে কাজ করিতে অনুমতি দেওয়া যাইবে না।"।

১৯। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৪০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "কাজে" শব্দটির পর "অথবা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে" শব্দসমূহ সংযোজিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) বিলুপ্ত হইবে।

২০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৪৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৪ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "শ্রমিক" শব্দটির পর "ও প্রতিবন্ধী শ্রমিক" শব্দসমূহ সংযোজিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "শ্রমিক" শব্দটির পর "ও প্রতিবন্ধী শ্রমিক" শব্দসমূহ সংযোজিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(৩) কোন প্রতিবন্ধী শ্রমিককে বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কাজে অথবা ঝুকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা যাইবে না।"।

২১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৫৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫৯ এর—

(ক) উপান্তটিকায় উল্লিখিত "পায়খানা ও পেশাব খানা" শব্দসমূহের পরিবর্তে "শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষ" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (ক) এ উল্লিখিত "পায়খানা ও পেশাব খানার" শব্দসমূহের পরিবর্তে "স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষের" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা (খ) এ উল্লিখিত "পায়খানা ও পেশাব খানা" শব্দসমূহের পরিবর্তে "শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষ" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) দফা (গ) এ উল্লিখিত "পায়খানা ও পেশাব খানাগুলিতে" শব্দসমূহের পরিবর্তে "শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষগুলিতে" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঙ) দফা (ঘ) এ উল্লিখিত "পায়খানা ও পেশাব খানা" শব্দসমূহের পরিবর্তে "শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষ মালিকের নিজ খরচে" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

২২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৬১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬১ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এ উল্লিখিত "প্ল্যান্ট" শব্দটির পর "বা ভবনের অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

২৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৬২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬২ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "এবং" শব্দটির পর "প্রত্যেক তলায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক" শব্দসমূহ সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "নাই" শব্দটির পর "অথবা অগ্নি নির্বাপন দপ্তরের লাইসেন্স মোতাবেক প্রয়োজনীয় সংখ্যক অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম রাখা হয় নাই" শব্দসমূহ সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩ক), (৩খ) ও (৩গ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(৩ক) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কর্মকালীন অবস্থায় কোন কক্ষ হইতে বহির্গমনের পথ তালাবদ্ধ বা আটকাইয়া রাখা যাইবে না এবং বহির্গমনের পথ বাধাগ্রস্ত কিংবা পথে কোন প্রতিবন্ধকতাও তৈরী করা যাইবে না।

(৩খ) কোন কর্মকক্ষের ভিতর হইতে তাৎক্ষণিকভাবে এবং উহা বাহিরের দিকে খোলা যায় এমনভাবে সকল দরজা তৈরী করিতে হইবে।

(৩গ) যদি কোন দরজা দুইটি কক্ষের মাঝখানে হয়, তাহা হইলে উহা ভবনের নিকটতম বহির্গমনের পথের কাছাকাছি খোলা যায় এইরূপভাবে তৈরী করিতে হইবে এবং এইরূপ সকল দরজা কক্ষে কাজ চলাকালীন তালাবদ্ধ বা বাধাগ্রস্ত অবস্থায় রাখা যাইবে না।";

(ঘ) উপ-ধারা (৮) এ উল্লিখিত "বৎসর" শব্দটির পরিবর্তে "ছয় মাসে" শব্দদ্বয় প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৭২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭২ এর—

(ক) দফা (ক) এর শেষাংশে উল্লিখিত "হইবে" শব্দটির পর "এবং কর্মকালীন নির্বিঘ্নে চলাচলের জন্য পথ ও সিঁড়ি উন্মুক্ত রাখিতে হইবে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) দফা (গ) এ উল্লিখিত "সকল ফ্লোর," শব্দদ্বয় ও কমা বিলুপ্ত হইবে;

(গ) দফা (গ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ দফা (ঘ) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(ঘ) মালিক কারখানা ও শ্রমিকদের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে কর্মস্থলের চলাচলের পথ, সিঁড়ি, গেইট, গুদাম ও সাধারণ ব্যবহারি স্থানসমূহ (Common Utility Area) ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার আওতায় আনিতে পারিবে।"।

২৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৭৮ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ৭৮ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৭৮ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"৭৮ক। **ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা।**—(১) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকগণের ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা ব্যতীত কাউকে কর্মে নিয়োগ করিতে পারিবে না এবং এই বিষয়ে মালিক কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় একটি রেকর্ড বুক সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি সরবরাহের পর উহা ব্যবহার করা না হইলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগণ দায়ী হইবেন।

(৩) কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেইফটি নিশ্চিত করণের জন্য প্রত্যেক শ্রমিককে কাজের ঝুঁকি সম্পর্কে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করিতে হইবে।"।

২৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৮০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮০ এর উপ-ধারা (১) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা :—

"তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা কিংবা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম আরম্ভের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সরকার, ফায়ার সার্ভিস, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর, থানা, প্রয়োজনে নিকটবর্তী হাসপাতাল বা সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানকে ফোন, মোবাইল ফোন, এসএমএস অথবা ফ্যাক্সের মাধ্যমে অবহিত করিবে।"।

২৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৮২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮২ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২ক) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(২ক) প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক নির্ধারিত সংশ্লিষ্ট মালিক উক্তরূপ পেশাগত ব্যাধিতে আক্রান্ত, ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন।"।

২৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৮৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮৯ এর উপ-ধারা (৫) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৬), (৭) এবং (৮) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৬) যে সকল প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঁচ হাজার বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্তি থাকেন সেই সকল প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিক বা মালিকগণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় একটি স্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনার ব্যবস্থা করিবেন।

(৭) পেশাগত রোগে বা কর্মকালীন দুর্ঘটনায় আক্রান্ত শ্রমিক ও কর্মচারীকে মালিকের নিজ খরচে ও দায়িত্বে উক্ত রোগ, আঘাত বা অসুস্থতা উপযুক্ত বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা করিতে হইবে।

(৮) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে যেখানে ৫০০ জন বা ততোধিক সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছেন সেই সব প্রতিষ্ঠানের মালিক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করিবেন।"।

২৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৯০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯০ এর এ উল্লিখিত "নির্ধারিত" এবং "ও সেইফটি বোর্ড সংরক্ষণ" শব্দসমূহের পরিবর্তে যথাক্রমে "বিধি দ্বারা নির্ধারিত" এবং "সংরক্ষণ ও সেইফটি তথ্য বোর্ড প্রদর্শন" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৯০ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৯০ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৯০ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"৯০ক। **সেইফটি কমিটি গঠন।**—পঞ্চাশ বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত রহিয়াছেন এমন প্রত্যেক কারখানায় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় সেইফটি কমিটি গঠন এবং উহাকে কার্যকর করিতে হইবে।"।

৩১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৯৪ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৯৪ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৯৪ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"৯৪ক। **প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের আবাসন সুবিধা।**—কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা থাকিলে, আবাসন বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শ্রমিকগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।"।

৩২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৯৯ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৯৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৯৯। **বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালুকরণ।**—(১) যে সকল প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১০০ জন স্থায়ী শ্রমিক কর্মরত রহিয়াছেন, সেইখানে মালিক প্রচলিত বীমা আইন অনুযায়ী গ্রুপ বীমা চালু করিবেন।

(২) বীমা দাবীর টাকা এই আইনের অধীন শ্রমিকের অন্যান্য প্রাপ্যের অতিরিক্ত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, শ্রমিকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে বীমা দাবী আদায় মালিকের দায়িত্ব হইবে এবং মালিক উক্ত বীমা দাবী হইতে আদায়কৃত অর্থ পোষ্যদের সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন :

আরও শর্ত থাকে যে, অন্য আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুন না কেন, এই ধারা অনুযায়ী কোন বীমা দাবী উত্থাপিত হইলে উহা অনূর্ধ্ব একশত বিশ দিনের মধ্যে বীমা কোম্পানী ও মালিক যৌথ উদ্যোগে নিস্পত্তি করিবেন।"।

৩৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১০১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১০১ এর দফা (গ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ দফা (ঘ) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(ঘ) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্মাণ, রি-রোলিং, স্টিল মিলস, জাহাজ ভাঙ্গা, ঝালাই (welding) সহ শারীরিক ঝুঁকিপূর্ণ ও পরিশ্রমী কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন ধরনের কারখানায় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকার কর্মঘন্টা ও বিশ্রামের সময় নির্ধারণ করিবে।"।

৩৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১০৩ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১০৩ এর দফা (খ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ দফা (গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(গ) উপরোক্ত দফা (ক) ও (খ) এর আওতায় কোন ছুটির জন্য শ্রমিকের মজুরী হইতে কোন কর্তন করা যাইবে না।"।

৩৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১০৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১০৮ এর উপ-ধারা (২) এর প্রথম পংক্তিতে উল্লিখিত "ঠিকাহার" শব্দটির পর "(পিস রেট)" শব্দগুলি ও বন্ধনীসমূহ সন্নিবেশ এবং উক্ত দফার শেষে "তবে এইরূপ ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।" শব্দগুলি ও দাড়ি সংযোজিত হইবে।

৩৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১১৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১১৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (৫) এর দফা (ঙ) এ উল্লিখিত "তরল" শব্দটির পরিবর্তে "হালকা" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(খ) উপ-ধারা (৫) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৬) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৬) কোন মার্কেট বা বিপনী বিতান বা শপিংমলের মধ্যে উপ-ধারা (৫) এ বর্ণিত কোন দোকান বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান থাকিলে উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী উক্ত দোকান বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৩৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১২৩ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "বরখাস্ত অথবা" শব্দদ্বয় এবং "সাত" শব্দটির পরিবর্তে যথাক্রমে "শ্রমিক কর্তৃক চাকুরীর অবসান অথবা" শব্দসমূহ এবং "ত্রিশ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে"।

৩৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১২৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২৪ এর বিদ্যমান বিধানটি উপ-ধারা (১) হিসাবে পুনঃসংখ্যায়িত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(২) উপ-ধারা-(১) এ প্রবর্তিত পদ্ধতি ছাড়াও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শ্রমিকের চাহিদা মোতাবেক শ্রমিকের ব্যবহৃত ব্যাংক একাউন্টে ইলেকট্রনিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন ডিজিটাল পদ্ধতিতে সরাসরি পরিশোধ করা যাইবে।"।

৩৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১২৪ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১২৪ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১২৪ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"**১২৪ক। আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে মজুরীসহ অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ।**—(১) কর্মরত থাকা বা অবসরে যাওয়া বা চাকুরীর অবসান বা বরখাস্তাধীন থাকা ইত্যাদিসহ চাকুরীর যে কোন পর্যায়ে কোন শ্রমিকের বা শ্রমিকদের মজুরীসহ আইনত প্রাপ্য পাওনাদি আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে পাওয়ার জন্য প্রধান পরিদর্শক বা প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করা যাইবে।

(২) এইরূপ আবেদন পাওয়ার পর প্রধান পরিদর্শক বা প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সর্বোচ্চ ২০ দিনের মধ্যে উত্থাপিত দাবী নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট মালিক বা কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা কিংবা আপোষ মীমাংসা বৈঠকের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিবার কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(৩) এই ধারার অধীনে উত্থাপিত দাবী নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রধান পরিদর্শক বা প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উদ্যোগ গ্রহণ এবং আলাপ-আলোচনা কিংবা আপোষ মীমাংসার বৈঠকে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করিবেন।

(৪) এইরূপ আলাপ-আলোচনা অথবা আপোষ মীমাংসা বৈঠকের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত পক্ষদের জন্য প্রতিপালন করা বাধ্যতামূলক হইবে।

(৫) এই ধারার অধীনে অনুষ্ঠিত আলাপ-আলোচনা কিংবা আপোষ মীমাংসা বৈঠকে মধ্যস্থতাকারীর সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে উভয় পক্ষকে প্রদান করিতে হইবে।

(৬) শ্রমিক ও মালিক যে কোন পক্ষ বা উভয় পক্ষ এই ধারার অধীনে আপোষ-মীমাংসা বিষয়ে মধ্যস্থতাকারীর আপোষ মিমাংসা কার্যক্রম সমাপ্তির পর তাহার সিদ্ধান্ত প্রতিপালনে কোন পক্ষ বা উভয় পক্ষ সম্মত না হইলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ বা উভয় পক্ষ বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালতে মামলা করিতে পারিবেন এবং শ্রম আদালত এইরূপ মামলার বিচারকালে মধ্যস্থতাকারীর সিদ্ধান্ত বিবেচনায় নিবেন।"।

৪০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১২৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২৫ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "শ্রমিকের মজুরী" শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে "শ্রমিকের মূল মজুরী" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৪০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৪০ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "ত্রিশ" শব্দটির পরিবর্তে "পঁয়তাল্লিশ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "সুপারিশকৃত" শব্দটির পরিবর্তে "অথবা সরকার কর্তৃক সংশোধিত উক্ত সুপারিশকৃত" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।"।

৪২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৪০ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১৪০ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৪০ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"**১৪০ক। সরকারের বিশেষ ক্ষমতা।**—এই আইনের ধারা ১৩৯, ১৪০ ও ১৪২ এ যে বিধানই থাকুক না কেন, বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সরকার কোন শিল্প সেক্টরের জন্য ঘোষিত নিম্নতম মজুরী কাঠামো বাস্তবায়নের যে কোন পর্যায়ে নূতনভাবে নিম্নতম মজুরী কাঠামো ঘোষণার জন্য নিম্নতম মজুরী বোর্ড পুনঃগঠন এবং প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন সাপেক্ষে পুনরায় নিম্নতম মজুরী হার ঘোষণা করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে সরকার প্রয়োজন মনে করিলে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নূতনভাবে নিম্নতম মজুরী হার ঘোষণা না করিয়া শ্রমিক ও মালিকপক্ষের সহিত আলোচনাক্রমে চলমান মজুরী হারের কোন সংশোধন বা পরিবর্তন কার্যকর করিতে পারিবে।"।

৪৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৫১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৫১ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এর প্রান্তস্থিত সেমিকোলন এর পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা :—

"তবে শর্ত থাকে যে, এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ তাহার চাকুরির স্বাভাবিক ছাঁটাই, বরখাস্ত, অবসান, পদত্যাগজনিত ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত হইবে;";

(খ) দফা (খ) এ উল্লিখিত "যে ক্ষেত্রে" শব্দদ্বয়ের পূর্বে "প্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক নির্বিশেষে" শব্দসমূহ সন্নিবেশিত হইবে এবং অতঃপর উপ-দফা (২) বিলুপ্ত হইবে।

৪৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৫৫ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৫৫ এর উপ-ধারা (৩) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা :—

"তবে শর্ত থাকে যে, কোন মৃত শ্রমিকের ক্ষেত্রে মৃতের দাফন-কাফন বা চিকিৎসা, মৃত দেহ পরিবহণ ইত্যাদি বাবদ কোন অর্থ প্রদান করা হইলে মালিক কর্তৃক অগ্রিম প্রদানকৃত কোন অর্থ কিংবা শ্রম আদালতের মাধ্যমে পোষ্যকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ হইতে উক্ত অর্থ কর্তন করা যাইবে না।"।

৪৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৬০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৬০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "বিনা খরচে" শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে "মালিকের নিজ খরচে" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১০) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (১১) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"(১১) কোন প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১০ জন শ্রমিক কর্মরত থাকিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক শ্রমিকদের জন্য যৌথ বীমা কর্মসূচির অধীনে দুর্ঘটনাজনিত বীমা স্কীম চালু ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ দুর্ঘটনা বীমা স্কীম হইতে প্রাপ্ত সুবিধাদি বা অর্থ শ্রমিকের চিকিৎসা কাজে ব্যয় করিতে হইবে।"।

৪৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৬১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৬১ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "ঠিকাদার" শব্দটির পরিবর্তে "ঠিকাদার সংস্থা" শব্দদ্বয় প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২), (৩) এবং (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) এবং (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(২) যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) প্রযোজ্য, সে ক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল বা মূল মালিক সমস্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

(৩) যে ক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল বা মূল মালিক মনে করেন যে সংশ্লিষ্ট কোন শ্রমিকের নিহত কিংবা আহত হওয়ার ঘটনাটি বিশেষভাবে এবং বাস্তবিক অর্থে ঠিকাদারের পক্ষ হইতে কোন আচরণবিধি লংঘনের ফলে সংঘটিত হইয়াছে, তবে তিনি, শ্রম আদালতে ক্ষতিপূরণের পূর্ণ অর্থ জমা দেওয়ার পর (যে ক্ষেত্রে

কোন শ্রমিক নিহত হয়), কিংবা সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের পর (যে ক্ষেত্রে কোন শ্রমিক আহত হয়), উক্ত অর্থের কত অংশ ঠিকাদার কর্তৃক প্রিন্সিপাল বা মূল মালিককে প্রদান করা উচিত, তাহা নির্ধারণের জন্য প্রধান পরিদর্শকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং প্রধান পরিদর্শক আবেদন প্রাপ্তির পর ৪৫ দিনের মধ্যে বিধি মোতাবেক তা নিষ্পত্তি করিবেন।"।

৪৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৬৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৬৮ এ উল্লিখিত "কোন পোষ্য" শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে "কোন ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক নিজে অথবা পোষ্য" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৭৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭৬ এর দফা (ঘ) এর প্রান্তস্থিত দাড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঙ) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(ঙ) যে প্রতিষ্ঠানের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হইবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রম শক্তি বা সদস্যের শতকরা ২০ ভাগ মহিলা থাকিলে সে ক্ষেত্রে ইউনিয়ন নির্বাহী কমিটিতে ন্যূনতম ১০% মহিলা সদস্য থাকিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন দ্বারা যে ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন হইবে সেই ইউনিয়ন এই আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।"।

৪৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৭৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭৭ এর বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে পুনঃ সংখ্যায়িত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস্ বলিতে শ্রম পরিচালক অথবা তাহার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধিকে বুঝাইবে।"।

৫০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৭৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (৩) এ উল্লিখিত "নাম" শব্দটির পরিবর্তে "নাম, পিতা ও মাতার নাম" শব্দসমূহ ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৩) শ্রম পরিচালক অথবা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্বপাপ্ত কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের জন্য কোন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর আবেদনকারীর নিজ খরচে উহার একটি কপি কর্মকর্তাদের তালিকাসহ গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবেন।"।

৫১। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৭৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৭৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর —

(অ) দফা (জ) এর উল্লিখিত "হেফাজত" শব্দটির পরিবর্তে "সংরক্ষণ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) দফা (ঞ) প্রান্তস্থিত "হইবে না" শব্দদ্বয়ের পর "এবং প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাগণের কার্যকালের মেয়াদ তিন বৎসরের বেশী হইবে না :" শব্দসমূহ ও কোলন সন্নিবেশিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা :—

"তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রীয় জরুরী অবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Force majure) বা অনুরূপ কোন কারণে ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে ২ বৎসর অথবা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের ক্ষেত্রে ৩ বৎসরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হইলেও উক্ত কমিটিকে অবৈধ ঘোষণা করা যাইবে না।"।

(খ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(২ক) শ্রম পরিচালক অথবা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিন পরিদর্শন করিয়া অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ হইতে তালিকা সংগ্রহ করিয়া ধারা ১৭৮ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (৫) এবং এই ধারায় বর্ণিত বিষয়াদির সঠিকতা যাঁচাই করিবেন।"।

(গ) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত "রেজিস্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়ন থাকিবে না" শব্দগুলির পরিবর্তে "রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা যাইবে না" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫২। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৮০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৮০ এর উপ-ধারা (১) এর প্রান্তস্থিত দাড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা :—

"তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সেক্টরের ক্ষেত্রে ইউনিয়নের সদস্যরা ইচ্ছা পোষণ করিলে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির মোট কর্মকর্তার শতকরা দশ ভাগকে নির্বাচিত করিতে পারিবে, যাহারা উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নয়।"।

৫৩। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৮৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৮৩ এর উপ-ধারা (৩) এর—

(ক) দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) ও (কক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ক) বাস, মিনিবাস, ট্রাক, কাভার্ডভ্যান ইত্যাদি ব্যক্তি মালিকানাধীন যান্ত্রিক সড়ক পরিবহন;

(কক) রিক্সা, রিক্সাভ্যান, ঠেলাগাড়ী ইত্যাদি ব্যক্তি মালিকানাধীন অযান্ত্রিক সড়ক পরিবহন;";

(খ) দফা (ণ) এর প্রান্তস্থিত কোলনের পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ পাঁচটি নূতন দফা (ত), (থ), (দ), (ধ) ও (ন) এবং কোলন সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(ত) জাহাজ নির্মাণ;

(থ) জাহাজ পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ (রিসাইক্লিং);

(দ) নির্মাণ শ্রমিক;

(ধ) চাতাল বা চাল কল শ্রমিক;

(ন) কৃষি খামার:"।

৫৪। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৮৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৮৭ এ উল্লিখিত " , সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক অথবা কোষাধ্যক্ষকে তাহার" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "ও সাধারণ সম্পাদকসহ কোন কর্মকর্তাকে তাহাদের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫৫। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২০০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২০০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "দুই বা ততোধিক ট্রেড ইউনিয়ন" শব্দসমূহের পরিবর্তে "পাঁচ বা ততোধিক ট্রেড ইউনিয়ন এবং একাধিক প্রশাসনিক বিভাগে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত "সম্মিলিতভাবে" শব্দটির পূর্বে "এবং একাধিক প্রশাসনিক বিভাগের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

(গ) উপ-ধারা (৫) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৬) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৬) উপ-ধারা (৫) এর বিধানবলে গঠিত সর্বনিম্ন দশটি জাতীয় ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন সম্মিলিত হইয়া একটি জাতীয় ভিত্তিক কনফেডারেশন গঠন করিতে পারিবে।"।

৫৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২০২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২০২ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "সেক্ষেত্রে" শব্দটির পর "ইউনিয়নসমূহ নিজেদের মধ্যে নির্বাচন কমিশনার মনোনয়নপূর্বক যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (CBA) নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে অথবা" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২৫) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২৬) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(২৬) প্রত্যেক মালিক তাহার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (CBA) এর জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অফিস কক্ষ বরাদ্দ করিবে।"।

৫৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২০২ক সন্নিবেশ**।—উক্ত আইনের ধারা ২০২ এর পর নিম্নরূপ ধারা ২০২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"২০২ক। **বিশেষজ্ঞ নিয়োগ**।—(১) এই অধ্যায়ে যে বিধানই থাকুক না কেন যৌথ দরকষাকষি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মালিক অথবা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (CBA) প্রয়োজন মনে করিলে বিশেষজ্ঞের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বিশেষজ্ঞ সম্পর্কে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইলে তাহা নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে যে কোন পক্ষ শ্রম পরিচালককে সালিশের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে।"।

৫৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২০৫ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২০৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "মালিক" শব্দটির পর "উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করিয়া" শব্দসমূহ সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "মনোনীত" শব্দটির পরিবর্তে "নির্বাচিত" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৬) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৬ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(৬ক) যে প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন নাই সেই প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।"।

(ঘ) উপ-ধারা (৯) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৯), (১০) ও (১১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৯) অংশগ্রহণকারী কমিটিতে শ্রমিক পক্ষের নির্বাচিত বা মনোনীত কর্মকর্তা ও সদস্যদের কমিটির মেয়াদকালে তাহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে মালিক বদলী করিবেন না।

(১০) অংশগ্রহণকারী কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধিদেরকে কমিটির দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনাকালে সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কাজের জন্য মালিক তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন বা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন না।

(১১) অংশগ্রহণকারী কমিটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই ধারার বিধানাবলী, ইউনিট অংশগ্রহণকারী কমিটির ক্ষেত্রেও, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।"।

৫৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২১১ এর সংশোধন** ।—উক্ত আইনের ধারা ২১১ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশে "তিন-চতুর্থাংশ" শব্দগুলি ও হাইফেন এর পরিবর্তে "দুই-তৃতীয়াংশ" শব্দগুলি ও হাইফেন প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২১৩ এর সংশোধন** ।—উক্ত আইনের ধারা ২১৩তে উল্লিখিত "চুক্তির অধীন বা দ্বারা নিশ্চিত বা প্রদত্ত" শব্দগুলির পর "বা কোন প্রচলিত প্রথা বা কোন বিজ্ঞপ্তি বা কোন আদেশ বা কোন নোটিফিকেশন বা অন্য কোনভাবে স্বীকৃত" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৬১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২১৪ এর সংশোধন** ।—উক্ত আইনের ধারা ২১৪ এর উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(৩ক) শ্রম আদালতের সদস্যগণ তাহাদের মতামত লিখিতভাবে শ্রম আদালতের চেয়ারম্যানকে জানাইতে পারিবেন এবং সদস্যগণ কোন মতামত জানাইলে উহা মামলার রায়ে অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে।"।

৬২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২১৫ এর সংশোধন** ।—উক্ত আইনের ধারা ২১৫ এর উপ-ধারা (২) এর "প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের" শব্দগুলির পরিবর্তে "প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২৩২ এর প্রতিস্থাপন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৩২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৩২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"**২৩২। অধ্যায়ের প্রয়োগ**।—(১) এই অধ্যায় নিম্নলিখিত যে কোন একটি শর্ত পূরণ করে এমন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা :—

(ক) কোন হিসাব বৎসরের শেষ দিনে উহার পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ অন্যূন এক কোটি টাকা;

(খ) কোন হিসাব বৎসরের শেষ দিনে উহার স্থায়ী সম্পদের মূল্য অন্যূন দুই কোটি টাকা;

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহাতে উল্লিখিত, অন্য কোন কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এই অধ্যায় প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টর অথবা শতভাগ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগকারী শিল্প সেক্টরের ক্ষেত্রে সরকার, বিধি দ্বারা, উক্ত সংশ্লিষ্ট সেক্টরে কর্মরত সুবিধাভোগীদের জন্য ক্রেতা ও মালিকের সমন্বয়ে সেক্টর ভিত্তিক কেন্দ্রীয়ভাবে একটি করিয়া তহবিল গঠন, তহবিল পরিচালনা বোর্ড গঠন, অনুদানের পরিমাণ নির্ধারণ ও আদায়ের পদ্ধতি এবং তহবিলের অর্থের ব্যবহারের বিধানসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে উক্ত বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৬৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২৩৩ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৩৩ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ঙ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঙঙ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(ঙঙ) "মালিক" অর্থ কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের মালিক অথবা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অথবা প্রধান নির্বাহী কিংবা তাহাদের স্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তি;";

(খ) দফা (চ) এর "৮৭-গ" সংখ্যাগুলি, হাইফেন ও বর্ণের পরিবর্তে "১১৯" সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা (ছ) ও (জ) এর পরিবর্তে যথাক্রমে নিম্নরূপ দফা (ছ), (জ) ও (ঝ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ছ) মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত যে কোন প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প, কারখানা, ব্যাংক, অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান বা বীমা কোম্পানীর কাজ-কর্ম "শিল্প সম্পর্কিত কাজ-কর্ম" বলিয়া বিবেচিত হইবে অথবা উহা নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কাজ-কর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, যথা :—

(অ) কোন দ্রব্য, সামগ্রী বা বস্তুকে প্রস্তুত, সংযোজন, নিখুত অথবা অন্য কোন স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় আনিয়া উহার আদি অবস্থার পরিবর্তন সাধন অথবা উহার মূল্য বৃদ্ধি করণ;

(আ) জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ (রিসাইক্লিং);

(ই) পানি-শক্তিসহ বৈদ্যুতিক শক্তির পরিবর্তন, উৎপাদন, রূপান্তর, সঞ্চালন অথবা বিতরণ;

(ঈ) তেল এবং গ্যাসের মিশ্রণ, পরিশোধন বা শোধনসহ খনি, তেল কূপ অথবা খনিজ মওজুদের অন্যান্য উৎসে কাজ;

(উ) তেল অথবা গ্যাস বিতরণ ও বিপণন;

(ঊ) আকাশ বা সমুদ্র পথে মানুষ অথবা মালামাল পরিবহন;

(ঋ) সেবা প্রতিষ্ঠান যথা মোবাইল অপারেটর কোম্পানী, নির্মাণ প্রতিষ্ঠান; এবং

(এ) সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে শিল্প সম্পর্কিত কাজ-কর্ম বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন কাজ কর্মও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(জ) "শিল্প প্রতিষ্ঠান" বলিতে ধারা ২ এর দফা (৬১) তে উল্লিখিত এইরূপ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে যাহা মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়;

(ঝ) কোন কোম্পানীর "সুবিধাভোগী (beneficiary)" বলিতে শিক্ষানবিসসহ যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি মালিক কিংবা অংশীদার কিংবা পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ব্যতীত পদ-মর্যাদা নির্বিশেষে উক্ত কোম্পানীতে অন্যূন নয় মাস যাবত চাকুরীতে নিযুক্ত রহিয়াছেন।"।

৬৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৩৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৩৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(খ) এর মালিক প্রত্যেক বৎসর শেষ হইবার অন্যূন নয় মাসের মধ্যে, পূর্ববর্তী বৎসরের নীট মুনাফার পাঁচ শতাংশ (৫%) অর্থ ৮০ : ১০ : ১০ অনুপাতে যথাক্রমে অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদান করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মালিক, এই বিধান কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে, কোম্পানীর নীট মুনাফার এক শতাংশ (১%) অর্থ কল্যাণ তহবিলে জমা প্রদান করিয়া থাকিলে, ট্রাস্টি বোর্ড কল্যাণ তহবিলে জমাকৃত উক্ত অর্থের পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) অর্থ উপরোল্লিখিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে জমা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।"।

(খ) উপ-ধারা (২) এর "তহবিলদ্বয়ে", দুইবার উল্লিখিত, শব্দের পরিবর্তে, উভয় স্থানে, "তহবিলসমূহে" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২৩৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৩৫ এর উপ-ধারা (৭) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপ-ধারা (৮) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৮) উপ-ধারা (৫) এর দফা (ক) এ অধীন সরকার কর্তৃক কোন ট্রাস্টি বোর্ড বাতিল করা হইলে অথবা উহার চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে অপসারণ করা হইলে উক্ত বোর্ডের সদস্যবৃন্দ অথবা উহার চেয়ারম্যান বা সংশ্লিষ্ট সদস্য ট্রাস্টি বোর্ডে পুনঃনির্বাচিত বা মনোনীত হইতে পারিবেন না।"।

৬৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২৩৬ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৩৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৩৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"**২৩৬। জরিমানা, অর্থ আদায়, ইত্যাদি।**—(১) যে ক্ষেত্রে কোন কোম্পানী বা ট্রাস্টি বোর্ড ধারা ২৩৪ এর বিধানসমূহ প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হয়, সেইক্ষেত্রে সরকার, আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যদি কোন কোম্পানী বা ট্রাস্টি বোর্ড উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে সরকার, আদেশ দ্বারা, উক্ত কোম্পানীর প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক অথবা উহার

ব্যবস্থাপনা কাজের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অথবা , ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান, সদস্য বা উহার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা এবং অব্যাহত ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, ব্যর্থতার প্রথম তারিখের পর হইতে প্রত্যেক দিনের জন্য আরও ০৫ (পাঁচ) হাজার টাকা করিয়া জরিমানা আরোপ করিয়া পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জরিমানার মোট অর্থ পরিশোধের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি উল্লিখিত বিধান পুনরায় লংঘন করিলে বা প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে তাহার বিরুদ্ধে দ্বিগুণ জরিমানা আরোপিত হইবে।

(৩) ধারা ২৩৪ এর অধীন প্রদেয় কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকিলে এবং এই ধারার অধীন আরোপিত জরিমানা, সংশ্লিষ্ট আদেশে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা না হইলে, উক্ত অপরিশোধিত অর্থ ও জরিমানা সরকারি দাবী হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No. IX of 1913) এর বিধান অনুযায়ী আদায়যোগ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন কোন আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি উহা পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের নিকট, উক্ত আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ দরখাস্ত প্রাপ্তির পর সরকার অনধিক ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতঃ যথাযথ আদেশ প্রদান করিবে এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, কোম্পানী বা ট্রাস্টি বোর্ডকে অবহিত করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।"।

৬৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২৪০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৪০ এর উপ-ধারা (১১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১১) অংশগ্রহণ তহবিলের অর্থ সরকারি মালিকানাধীন বিনিয়োগযোগ্য কোন খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।"।

৬৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২৪১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৪১ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) "শ্রমিক" শব্দের পরিবর্তে "সুবিধাভোগী" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) "সুবিধা" শব্দের পর "সমান অনুপাতে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এর "শ্রমিক" শব্দের পরিবর্তে "সুবিধাভোগী" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২৪২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৪২ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর "শ্রমিকগণের" শব্দের, দুইবার উল্লিখিত, পরিবর্তে উভয় স্থানে "সুবিধাভোগীগণের" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর "শ্রমিক" শব্দের পরিবর্তে "সুবিধাভোগী" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এর "শ্রমিকের" শব্দের, দুইবার উল্লিখিত, পরিবর্তে উভয় স্থানে "সুবিধাভোগীর" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এর "শ্রমিক" শব্দের পরিবর্তে "সুবিধাভোগী" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) উপ-ধারা (৫) এর "শ্রমিক" শব্দের পরিবর্তে "সুবিধাভোগী" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(চ) উপ-ধারা (৬) এর "শ্রমিকের" শব্দের পরিবর্তে "সুবিধাভোগীর" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২৪৩ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৪৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৪৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"**২৪৩। কল্যাণ তহবিলের ব্যবহার।**—কল্যাণ তহবিলে জমাকৃত অর্থ, এই অধ্যায়ের বিধানাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে, ট্রাস্টি বোর্ড যেভাবে স্থির করিবে সেইভাবে এবং সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে, এবং বোর্ড তৎসম্পর্কে সরকারকে অবহিত করিবে।"।

৭২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২৬৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬৬ এর উপ-ধারা (৬) এর পর নিম্নরূপ দুইটি নূতন উপ-ধারা (৭) ও (৮) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৭) কোন ব্যক্তি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হইতে পারিবেন না, যদি তিনি—

(ক) নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী মামলায় দোষী সাব্যস্ত হন;

(খ) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর পাঁচ বৎসর অতিবাহিত না হয়;

(গ) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক মানসিক ভারসাম্যহীন বা বুদ্ধিভ্রষ্ট বলিয়া ঘোষিত হন।

(৮) ট্রাস্টি বোর্ড উহার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে, এতদুদ্দেশ্যে সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, প্রবিধানমালা প্রণয়নপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ করিতে পারিবে।"।

৭৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২৭৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৭৪ এ উল্লিখিত "এবং যাহাতে শিক্ষাধীনতাযোগ্য পেশায় বা বৃত্তিতে অন্যূন পাঁচ জন শ্রমিক নিয়োজিত আছেন" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৭৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২৭৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৭৫ এর দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ক) "যোগ্য কর্তৃপক্ষ" অর্থ প্রধান পরিদর্শক অথবা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;"।

৭৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২৭৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৭৭ এর দফা (গ) এর শেষ প্রান্তস্থিত "শিক্ষাধীন হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করিবেন" শব্দগুলির পর "এবং শিক্ষাধীন হিসাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

৭৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ২৮৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৮৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর "পাঁচ হাজার" শব্দগুলির পরিবর্তে "পঁচিশ হাজার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৩) আদালত, উপ-ধারা (২) এর অতিরিক্ত হিসাবে, চতুর্থ অধ্যায়ের যে সুবিধা হইতে শ্রমিককে বঞ্চিত করা হইয়াছে, সেই সুবিধা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মালিককে আদেশ প্রদান করিবে।"।

৭৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ৩০৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩০৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর "তিন মাস" শব্দগুলির পরিবর্তে "ছয় মাস" এবং "পাঁচ হাজার" শব্দগুলির পরিবর্তে "পঁচিশ হাজার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর "এক হাজার" শব্দগুলির পরিবর্তে "দশ হাজার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

৭৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ৩০৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩০৭ এর "পাঁচ হাজার" শব্দগুলির পরিবর্তে "পঁচিশ হাজার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ৩১৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত "ধারা ২৯৮" শব্দ ও সংখ্যাটির পর "বা ৩০১" শব্দ ও সংখ্যাটি সন্নিবেশিত হইবে।

৮০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ৩১৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর "উপ শ্রম পরিচালক এবং সহকারী শ্রম পরিচালক" শব্দগুলির পরিবর্তে "উপ শ্রম পরিচালক, সহকারী শ্রম পরিচালক এবং শ্রম কর্মকর্তা" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর "উপ শ্রম পরিচালক বা সহকারী শ্রম পরিচালক" শব্দগুলির পরিবর্তে "উপ শ্রম পরিচালক, সহকারী শ্রম পরিচালক বা শ্রম কর্মকর্তা" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এর "উপ শ্রম পরিচালক বা সহকারী শ্রম পরিচালক" শব্দগুলির পরিবর্তে "উপ শ্রম পরিচালক, সহকারী শ্রম পরিচালক এবং শ্রম কর্মকর্তার" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৫) এর "উপ শ্রম পরিচালক বা সহকারী শ্রম পরিচালকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "উপ শ্রম পরিচালক, সহকারী শ্রম পরিচালক বা শ্রম কর্মকর্তার" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ৩১৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর "সহকারী প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শক" শব্দগুলির পরিবর্তে "সহকারী প্রধান পরিদর্শক, পরিদর্শক অথবা সহকারী পরিদর্শক" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর "সহকারী প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শক" শব্দগুলির পরিবর্তে "সহকারী প্রধান পরিদর্শক, পরিদর্শক অথবা সহকারী পরিদর্শক" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৪) এর "সহকারী প্রধান পরিদর্শক এবং পরিদর্শকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "সহকারী প্রধান পরিদর্শক, পরিদর্শক এবং সহকারী পরিদর্শকের" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৫) এর "সহকারী প্রধান পরিদর্শক বা পরিদর্শকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "সহকারী প্রধান পরিদর্শক, পরিদর্শক বা সহকারী পরিদর্শকের" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩১৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর "সহকারী প্রধান পরিদর্শক বা পরিদর্শকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "সহকারী প্রধান পরিদর্শক, পরিদর্শক বা সহকারী পরিদর্শকের" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৫) এর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৬) সংযোজিত হইবে, যথা :—

(৬) প্রধান পরিদর্শক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহার অধীনস্থ কোন কর্মকর্তা, কারখানা কিংবা শিল্প প্রতিষ্ঠান এর নকশা অনুমোদন, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন, শ্রেণী পরিবর্তন ও সম্প্রসারণের অনুমতি প্রদান ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৮৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ৩২৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২৩ এর উপ-ধারা (২) এর—

(ক) দফা (গ) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন দফা (গগ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(গ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকারবলে;";

(খ) দফা (ছ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ছছ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ছছ) শিল্পাঞ্চল পুলিশের মহা পরিচালক, পদাধিকারবলে;"

(গ) দফা (ঝ) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন দফা (ঝঝ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(ঝঝ) শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পাঁচজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি;"।

(ঘ) এই ধারার যে সকল স্থানে "নিরাপত্তা" শব্দটি রহিয়াছে সেই সকল স্থানে উক্ত শব্দটির পরিবর্তে "সেইফটি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮৪। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ৩২৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩২৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর শেষ প্রান্তস্থিত সেমিকোলন চিহ্নের পরিবর্তে কোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা :—

"তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কারখানা ভবনের নক্সার (Structural Design) সহিত কারখানার মেশিন স্থাপনের নক্সার (Factory Layout Plan) কাঠামোগত কোন ব্যত্যয় বা পরিবর্তন ঘটানো যাইবে না;";

(খ) উপ-ধারা (২) এর "দুই মাসের মধ্যে কোন আদেশ দরখাস্তকারীকে প্রদান করা না হয় তাহা হইলে, প্রার্থীত অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "তিন মাসের মধ্যে প্রধান পরিদর্শকের কোন আদেশ অথবা নির্দেশনা দরখাস্তকারীকে প্রদান না করিলে সংক্ষুব্ধ প্রতিষ্ঠান মালিক পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে প্রতিকার চাহিয়া সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮৫। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ৩৩৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৩৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর "পায়খানা, পেশাবখানা," শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "শৌচাগার, প্রক্ষালনকক্ষ" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর "পায়খানা, পেশাবখানা" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "শৌচাগার, প্রক্ষালনকক্ষ" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮৬। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ৩৪৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৪৫ এর "মহিলা এবং পুরুষ" শব্দগুলির পরিবর্তে "মহিলা, পুরুষ এবং প্রতিবন্ধী" শব্দগুলি ও কমা এবং "নারী-পুরুষ" শব্দগুলি ও হাইফেনের পরিবর্তে "নারী-পুরুষ-প্রতিবন্ধী" শব্দগুলি ও হাইফেনগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮৭। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইন এর ধারা ৩৫১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৫১ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর "সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা," শব্দগুলি ও কমার পর "সমন্বিতভাবে একক অথবা পৃথক পৃথক" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর—

(অ) দফা (ক) এর উপ-দফা (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৬) কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য শৌচাগার ও প্রক্ষালনকক্ষের সংখ্যা নির্ধারণ;";

(আ) দফা (খ) এর উপ-দফা (৫) এর শেষ প্রান্তস্থিত দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে কোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ একটি নূতন উপ-দফা (৬) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৬) কোন প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি নির্ধারণ।"।

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
সচিব।

উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd